গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন)
www.minland.gov.bd

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২৩/০৭/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান : ভূমি মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নম্বর-৩৩৫।
সভাপতি : জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত আছে।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতপর সভাপতি জানান যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গত ১৬/০৫/২০১৯ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী-এঁর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকেজাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি তৈরিপূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩/০৬/২০১৯ তারিখের ২৭৫ নম্বর স্মারকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের কর্মপরিকল্পনায় দ্বৈততা পরিহার করে নির্দিষ্ট 'ছক' মোতাবেক সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা এ বিষয়ে গঠিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

০২। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
০১।	**ই-নামজারি:** ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের ভিশন ২০২১ অর্জনের নিমিত্ত ভূমি সেবাসমূহকে ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনে গত ০২/১১/২০১৬ তারিখ থেকেই-মিউটেশশন কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৫৬ টি উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়। এ পর্যায়ে ৪৮৭টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে (৩টি পার্বত্য জেলার উপজেলাসমূহ বাদে) ই-নামজারি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-নামজারি সেবা চালু করার ফলে জনগণ কম খরচে এবং অতিসহজে তাদের ভূমি রেকর্ড হালকরণের সুযোগ পাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনউপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধাপে সমগ্র বাংলাদেশে ই-নামজারি সেবা চালু করা যেতে পারে।ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নার্থে১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ই-নামজারির বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।বর্তমানে ৪৩টি উপজেলায় ১০০% ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে।১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়ের প্রথম৩ (তিন) মাসেকতটি উপজেলায়, পরবর্তী ৩ (তিন) মাসে কতটি উপজেলায়, এভাবে ১(এক) বছরে কতটি উপজেলায় ই-নামজারি সেবা চালু করা যাবে তার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।	ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নার্থে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়ের প্রথম ৩ (তিন) মাসে কতটি উপজেলায়, পরবর্তী ৩ (তিন) মাসে কতটি উপজেলায়, এভাবে ১(এক) বছরে কতটি উপজেলায় ই-নামজারি সেবা চালু করা যাবে তার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে। মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ এ বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
০২।	সভায়**'গুচ্ছগ্রাম'**-এর বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ প্রধানত: প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ দেশ। বন্যা, সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন এ দেশের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছরই আমাদেরকে এ ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণীঝড়ে দেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের মত তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলার রামগতি উপজেলার অসংখ্য মানুষ গৃহহীন ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া, এ অঞ্চলে নদী ভাঙ্গনের ফলে অসংখ্য পরিবার ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলার রামগতি উপজেলায় প্রথম সফর করেন। তাঁর সফর উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হন এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ভিটেমাটিহীন নিঃস্ব অসহায় দরিদ্র মানুষ। সেদিন ১৫/২০ হাজার মানুষ বুকে পিঠে অ-আ বর্ণমালা লিখে হাতে কোদাল নিয়ে পোড়াগাছা থেকে দীর্ঘ দুই মাইল পর্যন্ত লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নতুন চরের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণে এবং গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য সেদিন জাতির পিতা মাটি কেটে গত **'গুচ্ছগ্রাম'**উদ্বোধন করেন এবং নদী ভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারসমূহকে খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক "পোড়াগাছায়" ৪(চার)টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্টা করে ১,৪৭০ টি অসহায় ঠিকানা বিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেন। এর-ই ধারাবাহিকতায় **'গুচ্ছগ্রাম'** প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর ০১/১০/২০১৫ তারিখ থেকে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিম্‌স রিহেবিলিটেশন) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১,০৭,০৮৫ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে (লক্ষ্য মাত্র ১,২০,৪৭৪)। এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ: (ক) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, পুকুর খনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি; (খ) ঘর নির্মাণ:৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বিশিষ্ট আরসিসি পিলারসহ দুইকক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫রিং বিশিষ্ট স্যানিটারী ল্যাট্রিণ নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয় ১,৫০,০০০/- টাকা; (গ) নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপন; (ঘ) বিআরডিবি এর মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; (ঙ) ৩০ বা তদূর্ধ্ব পবিরারবিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে একটি করে মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা; এবং (চ) বৃক্ষ রোপন, পরিবেশ বান্ধব উন্নত চূলা প্রদান, ঘাটলা নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি। **'গুচ্ছগ্রাম'** প্রকল্পের আওতায় ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়: (ক) ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে উপজেলা পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট) জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে পুনর্বাসিত পরিবারের নিকট জমির কবুলিয়ত হস্তান্তর;	**'গুচ্ছগ্রাম'** প্রকল্পের আওতায় ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্তসময়ে বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
	(খ) ২০২০ সালের জুন মাসে উপজেলা পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট) জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গুচ্ছগ্রামে নলকুপ স্থাপন, বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহণ; (গ) ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে উপজেলা পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট) জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গুচ্ছগ্রামে বসবাসরতদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং (ঘ) ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে উপজেলা পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট) জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গুচ্ছগ্রামে উন্নত চুলা প্রদান ও বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম তদারকিকরণ।		
০৩।	স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুস্থ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যানার্থে ভূমি আইনের সংস্কারপূর্বক নিম্নে বর্ণিত যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার ৯৬/৭২ জারী করে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেন; (২) প্রেসিডেন্ট অর্ডার ৯৮/৭২ জারী করেন। এ আদেশের আওতায় কোন পরিবার বা সংস্থা বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিত ১০০ বিঘার উর্ধ্বের জমি নিজ মালিকানায় রাখতে পারবে না। ১০০ বিঘার উর্দ্ধের জমি সরকারের মালিকানায় আনয়নপূর্বক ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন; (৩) নদী গর্ভে বিলিন সিকস্তি জমি জেগে পয়স্তি হওয়ার পর উক্ত জমি সরকারের ১ নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত করে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরনের ব্যবস্থা করেন; (৪) উপরোল্লিখিত বিষয়সহ ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত কর্মসূচি নিয়ে বুকলেট তৈরির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে; (৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে; (৬) ভূমি সংক্রান্ত কয়েকটি আইন সুনির্দিষ্ট করে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং (৭) ভূমি মন্ত্রণালয়কে বিবাদী করে দায়েরকৃত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ মামলাসমূহ চিহ্নিত করে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	এ বিষয়ে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
০৪।	**ভূমি সেবা সপ্তাহ পালন:**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে **'ভূমি সেবা সপ্তাহ'** পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন মাসে দেশের ০৮(আট) টি বিভাগে এ সেবা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। দেশের বৃহত্তর জেলা সদরে ভূমি সেবা সংক্রান্তে গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দসহ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে নিয়ে জেলা পর্যায়ে ভূমি সেবা বিষয়ক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা যেতে পারে।১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়ের ৫২ (বায়ান্ন) সপ্তাহে ভূমি সেবা প্রদানের বিষয়েদেশের কোথায় কী কাজ করা যায় সে সংক্রান্তে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি সভায় আলোচনা হয়।	এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে। মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ এ বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়
০৫।	**নির্মাণাধীন ভূমি ভবনের সামনে জাতির পিতার একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপন:** ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা/দপ্তরসমূহকে একই স্থানে আনয়নের জন্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন উক্ত ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	নির্মাণাধীন ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়
০৬।	জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রশাসন অনুবিভাগ এবং জরিপ অনুবিভাগ বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবে।	জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে। প্রশাসন অনুবিভাগ এবং জরিপ অনুবিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
০৭।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেয়ার পর টার্গেট অর্জন বিবেচনায় নিয়ে ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক সফটওয়্যার ব্যবহার করে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নপূর্বক পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (জরিপ), যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সিস্টেম এনালিস্ট, ভূমি মন্ত্রণালয়
০৮।	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরের কার্যক্রম ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরের কার্যক্রম ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তর
০৯।	তৃণমূল পর্যায়ে স্বচ্ছ, দ্রুত ও কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মার্চ/২০২০ এবং মার্চ/২০২১-কে সেবামাস হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে।	এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) এবং যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন)

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
১০।	জনগনকে দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্রুত সকল শূন্যপদ পূরণ করা যেতে পারে।	জনগনকে দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্রুত সকল শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, যুগ্মসচিব (জরিপ) ও যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়
১১।	চলমান ভূমি জরিপ কার্যক্রম ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এজন্য সময়াবদ্ধ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও মনিটর করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	চলমান ভূমি জরিপ কার্যক্রম ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে মাসওয়ারি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক আগামী ২০/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখায় দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (জরিপ), ভূমি মন্ত্রণালয়
১২।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত ভূমি অফিসগুলো ৪(চার) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। ভূমি অফিসগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস করার বিষয়টি সভায় আলোচনা হয়।	৪(চার) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস নির্মাণ করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.১৯৭.১৯-১১৫৩ তারিখ: ২৮/০৭/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে ঃ

০১। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব, ...(সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও , ঢাকা।
০৪। যুগ্মসচিব, ...(সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৫। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ৩/এ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা।
০৬। প্রকল্প পরিচালক (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প), ৩/এ, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৮। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
০৯। সিস্টেম এনালিস্ট, ভূমি মন্ত্রণালয় (কার্য বিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। উপসচিব, ... (সকল)/ উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান.....(সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়।
১২। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
১৫। অফিস কপি।

২৮/০৭/১৯

(আফরোজা আক্তার)
সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোন-৯৫৪৬১০৪